প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

দেওয়ানী আপীলের এক্তিয়ার

2019 এর সিভিল আপিল নং 9052

(এসএলপি (সি) 2019 এর 1836 নম্বর থেকে উদ্ভূত)

নাসিমা নকি

আবেদনকারী (গণ)

বনাম

টোডি টি কোম্পানি লিমিটেড এবং ওরস

বিবাদিপক্ষ (গণ)

রায়

ডাঃ ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচুদ, জে

অনুমতি প্রদান করা হল

পশ্চিমবঙ্গ প্রাইমিস টেন্যান্স অ্যাক্ট 1997 এর অধীনে উচ্ছেদের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারী দ্বারা দায়ের করা আবেদন কে কলকাতা উচ্চ ন্যালয়ের একটি বিভাগীও বেন্চের 19 সে ডিসেম্বর , 2018 ঘোষিত একটি নির্ণয় থেকে এই আবেদন্তি উৎপত্তি হয় । বাদীর স্বামী কে 1988

সালের May[1] মে একটি চুক্তিবলে মাসিক 235.95 টাকা ভাড়ায় 2,লেন বাজার , কলকাতা-700001 অবস্থিত বাড়ির এক তলায় দোকান ঘর নং 23 টিকে ভাড়া দেওয়া হয়। মূল ভাড়াটিয়া এই বাড়ি ভাড়ার জন্য সুদমুক্ত rs 12000/- জমা রাখেন । ভাড়াটিয়া 2002 সালের জুলাইয়ে দুই পুত্র রেখে মারা যান । বাড়িওয়ালা 2010 সালে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন।বাড়িওয়ালার অভিযোগ, 2001 সালের 10 জুলাই থেকে এই আইনের সংশোধিত বিধান কার্যকর হওয়ার পরে, ভাড়াটিয়া ধারা 1 17 (4 বি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রভিসো অনুসারে বর্ধিত ভাড়া দিতে দায়বদ্ধ ছিল যা তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।বাড়িওয়ালা দাবি করেছেন যে 13 ডিসেম্বর 2002 তারিখের তার দাবিটিকে মান্যতা দেওয়া হয় নি । বাড়িওয়ালা দাবি করেছিলেন যে, যে কোনও ঘটনায় মূল ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, তার উত্তরাধিকারীদের এই জায়গাটি দখল করার কোনও অধিকার ছিল না।বাড়িওয়ালা 30 জুলাই 2010 এ মূল ভাড়াটিয়ার উত্তরাধিকারীদের কাছে একটি নোটিশ জারি করেন এবং শেষ পর্যন্ত 4 আগস্ট 2017 এ উচ্ছেদের মামলা রুজু করেছিলেন। কলিকাতা সিটি সিভিল কোর্টের 7 নং বেঞ্চের বিচারক ভাড়া না প্রদানের কারণে উচ্ছেদের পক্ষে একটি ডিক্রি পাস করেছিলেন। মাননীয় বিচারক বিবাদিপক্ষ কে 27,887.10 টাকা বকেয়া পরিশোধের নির্দেশও দিয়েছিলেন।উচ্ছেদের ডিক্রি পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্টে একটি আপিল করা হয়েছিল।

[1] “the Act’

হাইকোর্ট যে চ্যালেঞ্জের মূল কারণটি হ 'ল মৃত ভাড়াটিয়ার স্বামী/স্ত্রী আইনটির ধারা 2 (g) এর অনুসারে বসবাস না করার উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া বাড়িটির সাপেক্ষে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আজীবন সুরক্ষা পেতে পারেন।

উচ্চ আদালত বিচার-প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি হেতু দুটি বিষয় গঠন করেন

> "মৃত মূল ভাড়াটিয়ার স্ত্রী বসবাস না করার উদ্দেশ্যে ভাড়া নেওয়া বাড়ি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আজীবন সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য কিনা: এবং
>
> ii."আইন মোতাবেক এই প্রথম বিচার্য বিষয়ের উত্তর যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যায়, তবে স্ত্রী র স্বপক্ষে সঠিক ভাড়া দেওয়ার শর্তে বসবাস না করার উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া এই বাড়িটির জন্যও নতুন কোন চুক্তি কার্যকারী করা যায় কিনা"

আইনের ধারা 3 (f) অনুসারে বারীতিকে বসবাস না করার উদ্দ্যেশ্যে ভাড়া দেওয়া হয়। বাড়িটি কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানায় অবস্থিত এবং মাসিক ভাড়া 10,000 টাকার বেশি ছিল না। বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল তা হল আপিলকারীকে ভাড়াটে হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে বা মৃত ভাড়াটিয়ার স্ত্রী হিসাবে, আপিলকারী ধারা 2 (g) এর' অনুসারে 'ভাড়াটিয়া' শব্দের বর্ধিত অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী কিনা।

ধারা 2 (g) নিম্নরূপ সরবরাহ করেঃ

"2।সংজ্ঞা।- (ছ) 'ভাড়াটিয়া' অর্থ এমন কোনও ব্যক্তি যার দ্বারা বা যার অ্যাকাউন্টে বা পক্ষে কোনও প্রাঙ্গণের ভাড়া বা, তবে একটি বিশেষ চুক্তির জন্য প্রদেয় হবে এবং তার ভাড়াটিয়া সমাপ্তির পরে দখলে অব্যাহত থাকা কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং, যে কোনও ভাড়াটে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে, এই জাতীয় ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর তারিখ থেকে বা এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা এবং তার পূর্বসূরি ছেলের বিধবা, যিনি সাধারণত ভাড়াটিয়ার সাথে তার পরিবারের সদস্য হিসাবে ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত ভাড়াটিয়ার সাথে থাকতেন এবং তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং যারা কোনও আবাসিক প্রাঙ্গণ মালিকানা বা দখল করেন না, এবং তার স্ত্রী/স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্র, যিনি সাধারণত ভাড়াটিয়ার সাথে থাকতেন এবং তার পরিবারের সদস্য হিসাবে তার মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত

তবে শর্ত থাকে যে ভাড়াটিয়ার স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না যিনি সাধারণভাবে ভাড়াটিয়ার সাথে তার পরিবারের সদস্য হিসাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাস করছিলেন এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং যিনি কোনও আবাসিক প্রাঙ্গণ মালিকানাধীন বা দখল করেন নাঃ

আরও প্রদত্ত যে ভাড়াটে পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা বা ভাড়াটিয়ার পূর্বসূরি পুত্রের বিধবা যিনি সাধারণভাবে ভাড়াটিয়ার সাথে তার পরিবারের সদস্য হিসাবে মারা যাওয়ার তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রাঙ্গণে ভাড়াটেটির সাথে থাকতেন এবং তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং

যিনি কোনও আবাসিক প্রাঙ্গণের মালিক বা দখল করেন না, ন্যায্য ভাড়া প্রদানের শর্তে এই জাতীয় প্রাঙ্গণের বিষয়ে নতুন চুক্তিতে ভাড়াটেদের অগ্রাধিকারের অধিকার থাকবে।এই আনুবিধিটি বসবাস না করার জন্য ভাড়া ছেড়ে দেওয়া বাড়ির ক্ষেত্রে পরিবর্তন (মুতাতিস মুতাদিস) প্রযোজ্য।

হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির স্ত্রী-মূল ভাড়াটে হিসাবে বিশেষ অধিকারের অধিকারী হওয়ার আবেদনকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।এটি কারণ ছিল, হাইকোর্টের দৃষ্টিতে, প্রথম বিধানটি বসবাস না করার জন্য ভাড়া দেওয়া বাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম অনুবিধি টি প্রযোজ্য হবে না এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, মূল ভাড়াটের স্বামী/স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিধানের অধীনে কোনও অধিকার প্রদান করা হয়নি, যা দ্বিতীয় অনুবিধি টি প্রযোজ্য।এই কথাটি বলার পরে, উচ্চ আদালত লক্ষ্য করেছে যে যেখানে ভাড়াটিয়া আবাসিক প্রাঙ্গনে রয়েছে, সেখানে মূল ভাড়াটিয়ার স্ত্রী/স্ত্রী মূল ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর পরে কত বছর অতিবাহিত হলে বিধির অধীনে সুরক্ষা উপভোগ করতে থাকবে, যিনি আসল ভাড়াটিয়ার নির্ভরশীল। হিসেবে একসাথে বসবাস করেছেন ও যার বসবাসের জন্য নিজস্ব বা অধিকৃত কন বাড়ি নেই।অন্যদিকে, মূল ভাড়াটিয়ার পূর্ব-মৃত ছেলের কেবলবিধবা, শিশু, বাবা-মা বা,পূর্ব-মৃত ছেলের বিধবা , ধারা 2 (ছ) এর দ্বিতীয় বিধানের অধীনে একই শর্তাদি পূরণ করার ক্ষেত্রে সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছে। বসবাস না করার বাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম উপাধার টির প্রয়োগরুদ্ধ বলে মনে করা হয়েছে' হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অনাবাসিক উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক স্বামী/স্ত্রীর মামলা উপেক্ষা

করা যেতে পারে।তবে, এটি পর্যবেক্ষণ করেছে, এই জাতীয় বাদ দেওয়া কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের জুডিশিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা 'সংশোধন' করা যায়নি।ভুলের সংশোধন, যদি থাকে তবে আইনসভা দ্বারা একটি সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে।

উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে, হাইকোর্ট ওই পয়েন্টগুলির উত্তর দিয়েছে, যা নিম্নলিখিত প্রকারে তৈরি করা হল

> "i. মৃত ভাড়াটিয়ার স্বামী/স্ত্রী মূল ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর তারিখ থেকে পাঁচ বছরের সময়সীমা ছাড়িয়ে অনাবাসিক উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া প্রাঙ্গনে উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষার অধিকারী নয় যদি এই জাতীয় ভাড়াটিয়া কার্যকর হওয়ার পরে মারা যায় 1997 সালের আইন।
>
> ২ডিক্রি-ধারক বাড়িওয়ালা যদি ডিক্রি পাওয়ার পরে নতুন করে প্রাঙ্গণটি ছেড়ে দিতে চান তবে মৃত মূল ভাড়াটিয়ার স্ত্রীর অনাবাসিক উদ্দেশ্যে যে কোনও প্রাঙ্গনে সম্মতি জানাতে এই জাতীয় স্ত্রীর পক্ষে নতুন চুক্তি সম্পাদনের কোনও অধিকার নেই। ডিক্রি অনুসারে প্রাঙ্গণ দখল বা দখল। '

আপিলের কোনও যোগ্যতা না পেয়ে হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের রায়কে নিশ্চিত করেছেন।

বর্তমান আপিলের সংকল্পের জন্য যে বিষয়টি আসে তা ধারা 2 (g) এর বিধানগুলির ব্যাখ্যার দিকে ফিরে যায়।ধারা 2 (g) এর প্রাথমিক অংশটি কোনও ভাড়াটিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে যার দ্বারা বা যার অ্যাকাউন্টে বা কোনও প্রাঙ্গণের ভাড়া বা, তবে একটি বিশেষ চুক্তির জন্য, প্রদেয় হবে

এবং এর পরে দখলে অব্যাহত থাকা কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে ভাড়াটিয়া সমাপ্তি।সংজ্ঞাটির পরবর্তী অংশটি ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর পরে ভাড়াটেদের বিচ্যুতি নিয়ে কাজ করে।এটি নির্দিষ্ট করে যে কোনও ভাড়াটিয়া মারা গেলে, অভিব্যক্তিতে মৃত্যুর তারিখ থেকে পাঁচ বছরের বেশি সময়কালের জন্য (বা আইনটি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে, যে কোনও পরে) অন্তর্ভুক্ত থাকে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা এবং পূর্ব-মৃত ছেলের বিধবা যিনি নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করেনঃ

(i) ব্যক্তিটির সাধারণত পরিবারের সদস্য হিসাবে মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত ভাড়াটিয়ার সাথে বসবাস করা উচিত ছিল

(ii)ব্যক্তিটির ভাড়াটিয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত এবং

(iii) ব্যক্তির কোনও আবাসিক প্রাঙ্গণের মালিক বা দখল করা উচিত নয়।

অন্য কথায়, আবাসিক প্রাঙ্গণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে, ভাড়াটিয়ার সুরক্ষা মৃত্যুর তারিখ থেকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা এবং পূর্ব-মৃত ছেলের বিধবা পর্যন্ত পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য বাড়ানো হয়, সাপেক্ষে উপরোক্ত শর্তগুলির পরিপূর্ণতা।যে ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে ও তাদের স্ত্রী /স্বামী , পুত্র, কন্যা, এবং পিতামতার প্রতি

(i) পরিবারের সদস্য হিসাবে সাধারণত ভাড়াটিয়ার সাথে মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত বাস করেছেন এবং

(ii) ভাড়াটে বা ভাড়াটে কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি যিনি প্রাঙ্গণের দখলে আছেন তিনি তার উপর নির্ভরশীল।

প্রথম বিধানের প্রভাবটি হ 'ল পাঁচ বছরের সময়সীমা টি ভাড়াটিয়ার স্ত্রী/স্বামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যিনি সাধারণত পরিবারের সদস্য হিসাবে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভাড়াটেটির সাথে থাকতেন এবং তার উপর নির্ভরশীল থাকার পাশাপাশি, আবাসিক প্রাঙ্গণের মালিকানা বা দখল তার নয়।সুতরাং, আবাসিক প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে, পাঁচ বছরের সময়সীমা মৃত-ভাড়াটে স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যা এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।পাঁচ বছরের সীমা কোনও স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেখানে প্রাঙ্গণটি আবাসিক।দ্বিতীয় বিধানের অধীনে, নতুন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে , সঠিক ভাড়া প্রদানের শর্তে, ভাড়াটিয়া স্ব্ত্ব্ব পছন্দের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।ভাড়াটিয়ার পূর্ব-মৃত ছেলের পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা বা বিধবার পক্ষে এই অধিকার মঞ্জুর করা হয় যিনি পরিবারের সদস্য হিসাবে মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সাধারণত ভাড়াটেটির সাথে প্রাঙ্গনে থাকতেন এবং নির্ভরশীল ছিলেন ভাড়াটে এবং যিনি কোনও আবাসিক প্রাঙ্গনের মালিক বা দখল করেন না।যাই হোক, দ্বিতীয় অনুবিধিকে আইনি বৈধতা দেবার সময় , আইন সভা মৃত ভারটিয়ার স্ত্রী/ স্বামীর নতুন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বাড়ির ভাড়াটিয়া স্বত্ব পছন্দের অধিকার এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেননি। দ্বিতীয় প্রোভিসোর শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছে যে বসবাস না করার জন্য ভাড়া দেওয়া বাড়ির ক্ষেত্রে এটি পরিবর্তণ সমেত (mutatis mutandis) প্রযোজ্য.সুতরাং, বসবাস করা এবং না করা উভয় ক্ষেত্রেই

দ্বিতীয় বিধানে একটি বিধান করা হয়েছে যার অধীনে মৃত-ভাড়াটিয়ার নির্ধারিত উত্তরাধিকারীদের অগ্রাধিকারের অধিকার দেওয়া হয়েছে যেখানে একটি নতুন চুক্তি করতে হবে সেই প্রাঙ্গণে বসবাস করার ক্ষেত্রে।দ্বিতীয় বিধানের প্রভাবটি হ 'ল আইনসভা কোনও নতুন চুক্তির ক্ষেত্রে ভাড়াটে হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের অধিকার প্রদানের সময় স্ত্রীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল যে এটি আইনসভার পক্ষ থেকে ক্যাসাস ওমিসাসের একটি মামলা।এটি স্পষ্টতই একটি অনিচ্ছাকৃত বর্জিত বিষয়মৃত ভাড়াটিয়ার স্ত্রী/স্ত্রীকে বাদ দেওয়া যৌক্তিক, বৈষম্যমূলক এবং বেঁচে থাকা স্ত্রীকে অন্য উত্তরাধিকারীদের দেওয়া মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।বিধানটি সংশোধন করার বৈধ ন্যায়সঙ্গততা রয়েছে যাতে বিধবাটিকে দ্বিতীয় বিধানের আওতায় আনা যায়।এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের দৃষ্টিতে আইনসভা দ্বারা বিবেচনার দাবি রাখে।দ্বিতীয় অন্তরনিহিত পছন্দের অধিকারের স্বীকৃতির উদ্দেশে কে সামাজিকও উন্নয়েনের উদ্দেশে আইন প্রণয়ন কে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে এই দিকটি বিবেচিত হলে টা সঠিক হবে। দ্বিতীয় প্রোভিসো দ্বারা অগ্রাধিকারের অধিকারের স্বীকৃতি মৃত ভাড়াটিয়ার উত্তরাধিকারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত এবং এটি উপযুক্ত এবং যথাযথ হবে যদি একই *সুরক্ষা যা* কোনও পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা বা বিধবার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় ভাড়াটে নতুন চুক্তির ক্ষেত্রে পূর্বসূরি পুত্রকেও মৃত-ভাড়াটিয়ার স্ত্রী/স্ত্রীর মধ্যে অন্তর্নিহিত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সঠিক ছিল যে এটির জন্য দ্বিতীয় প্রভিসোতে একটি

উল্লেখযোগ্য সংশোধনী প্রয়োজন হবে কারণ দ্বিতীয় প্রোভিসোতে শব্দের প্রবর্তন করা আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত নয় যা এক শ্রেণির উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রভাব ফেলেছে, যথা, একটি স্ত্রী মৃত-ভাড়াটিয়া যাকে আইনসভা দ্বিতীয় বিধানের শর্তাবলী বাদ দিয়েছে।এ জাতীয় সুরক্ষা অনুপস্থিত থাকলে মৃত ভাড়াটিয়ার স্ত্রী/স্ত্রীকে সেই সুরক্ষা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে যা প্রাক-মৃত ছেলের পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা বা বিধবাকে দেওয়া হয়।মূল ভাড়াটিয়ার স্ত্রী/স্ত্রীর উপর এ জাতীয় সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা না করার কোনও যৌক্তিকতা বলে মনে হবে না।আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে দ্বিতীয় প্রোভিসোতে বাদ পড়ার এই দিকটি আইন নির্মাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যাতে বিধানের অভিবাদনমূলক উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে।

বর্তমান মামলার বিষয়টি হল , আপিলকারী ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর পরে সতেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই জায়গাটি দখল করে চলেছেন।বাড়িওয়ালার পক্ষে মাননীয় পরামর্শদাতা এই আদালতের সামনে জানিয়েছিল যে বাড়িওয়ালা কোনও ক্ষেত্রে কোনও নতুন ভাড়াটিয়া চুক্তি সম্পাদন করার ইচ্ছা পোষণ করে না।নিম্ন আদালতের নির্ণয় যা উচ্চ আদালত সুনিশ্চিত করেছেন তার প্রতি যথাযজ্ঞা সম্মান জানিয়ে , উচ্ছেদের decree টি বিবেচনা করে, আমরা আবেদন/ আপিলটি মর্যাদা দেবার কোনও কারণ দেখি না।যাইহোক, আমরা আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই আদালতের রেজিস্ট্রিতে সাধারণ আন্ডারটেন্ডিং দাখিল সাপেক্ষে 30 জুন 2020 অবধি আপিলকারীকে প্রাঙ্গণটি খালি করার জন্য সময়

প্রদান করি। যা অন্যথায় decree টি কার্যকর হবে।এই রায়ের একটি অনুলিপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে প্রেরণ করা হবে।

সেই অনুযায়ী আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।ব্যয় হিসাবে কোনও আদেশ থাকবে না।

..... জে।

[ডাঃ ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচুদ]

..... জে।

[অজয় রাস্তোগি]

নতুন দিল্লি

26 নভেম্বর, 2019

আইটেম নং. 21 আদালত নং 8 বিভাগ XVI

সুপ্রিম কোর্ট

প্রক্রিয়া রেকর্ড

আপিল (সি) নং (গুলি) এর জন্য বিশেষ ছুটির জন্য আবেদন (গুলি). 1836/2019

(কলকাতার হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত এফএ নং 162/2018 এ 19-12-2018 তারিখের চূড়ান্ত রায় এবং আদেশের ফলে উত্থাপিত)

নাসিমা এনকিউআই পিটিশনার (গুলি)

ভারসাস টোডি টি কোম্পানী লিমিটেড এবং ওআরএস। উত্তরদাতা (গুলি)

(আইআর এবং আইএ নং 9882/2019-এর সাথে কার্যকর করা বিচারের সি/সি ফাইল করা থেকে ছাড়)

তারিখঃ26-11-2019 এই আবেদনটি আজ শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল।

কোরমঃ:মাননীয় বিচারপতি ড: ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়

HON 'BLE MR। বিচারক অজয় রাস্তোগি

পিটিশনার (গুলি) এর জন্য মিঃ এস কে ভট্টাচার্য, এওআর

মিঃ এল কে পাণ্ডনাম, অ্যাড।

জনাব নীরজ ববি পাণ্ডনাম,

অ্যাড। মিসেস টমিথিনগানবি কোয়জাম, অ্যাড।

উত্তরদাতাদের জন্য জনাব অশোক কুমার জৈন, অ্যাড।

মিঃ অমর ডেভ, অ্যাড।

জনাব বিজয় কুমার জৈন, এওআর

পরামর্শ শুনে ইউপিওন আদালত নিম্নলিখিত করেছেন

অর্ডার

অনুমতি প্রদান করা হল।

স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনযোগ্য রায় অনুসারে আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।ব্যয় হিসাবে কোনও আদেশ থাকবে না।

মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে তবে তা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

(সঞ্জয় কুমার-1) (সরোজ কুমারী গৌর)

এআর-কাম-পিএস কোর্ট মাস্টার

(ফাইলটিতে স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনযোগ্য রায় আদেশ দেওয়া হয়েছে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.